বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ
বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

"Bangladesh Bank-Authorized Dealers' Forum" এর ২৮তম সভার রেকর্ডনোটস্।

"বাংলাদেশ ব্যাংক-অনুমোদিত ডিলারস ফোরাম" এর ২৮তম সভা ১৫/০৯/২০২১ তারিখ সকাল ১১:০০ ঘটিকায় ফোরামের আহবায়ক ও বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ হুমায়ুন কবিরের সভাপতিত্বে বাংলাদেশ ব্যাংকের মূল ভবনের ৫ম তলাস্থ জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিতি তালিকা পরিশিষ্ট "ক"তে দেখানো হ'ল।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভার শুরুতে বিগত ২৭তম সভার রেকর্ডনোটস উপস্থাপন করা হলে তা সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকৃত হয়। অতঃপর বিগত সভার সিদ্ধান্তগুলোর পরিপালন/বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভাকে অবহিত করা হয়। বিগত সভার রেকর্ডনোটস্রের ক্রমিক নং ৫ ও ১০ এ বর্ণিত সিদ্ধান্ত (যা বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে) ব্যতীত অন্যান্য সিদ্ধান্তসমূহ পরিপালিত মর্মে সর্বসম্মতিক্রমে নিশ্চিত করা হয়। এ পর্যায়ে ২৭তম সভা হতে ২৮তম সভা পর্যন্ত সময়কালে জারিকৃত বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন সংক্রান্ত বিভিন্ন সার্কুলার ও সার্কুলার লেটারসমূহের প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা প্রদান/স্পষ্টীকরণ করা হয়। অতঃপর বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

ক্রমিক নম্বর	আলোচ্য বিষয়	গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী পক্ষ/পক্ষসমূহ
১।	"বাংলাদেশ ব্যাংক-অনুমোদিত ডিলারস ফোরাম"-এর ২৮তম সভায় অনুপস্থিতি প্রসঙ্গে।	বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রণীত ও পরবর্তীতে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে আই এম এফ বরাবরে প্রেরিত কৌশলপত্রের ৫ নং Action Agenda "Setting up a BB-Authorized Dealers forum of regular dialogues fostering understanding of FX policies" বাস্তবায়নে গভর্নর মহোদয়ের অনুমোদন মোতাবেক বৈদেশিক মুদ্রা নীতিমালা/বিধি-বিধান সহজবোধ্য ও স্পষ্টীকরণের জন্য এডি ব্যাংকগুলোর সাথে "বাংলাদেশ ব্যাংক-অনুমোদিত ডিলারস ফোরাম" এ নিয়মিত সংলাপ (যেমনঃ প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তত একবার) আয়োজনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। উক্ত সভায় সকল এডি ব্যাংকের নির্ধারিত সদস্য ও বিকল্প সদস্যদের উপস্থিত থাকার বাধ্যবাধকতা থাকলেও কিছু কিছু ব্যাংকের নির্ধারিত সদস্য ও বিকল্প সদস্য না এসে অন্যান্য কর্মকর্তাগণ সভায় অংশগ্রহণ করে থাকেন। এছাড়াও ৬টি ব্যাংক (বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক লিঃ, ব্যাংক এশিয়া লিঃ, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ, মধুমতি ব্যাংক লিঃ, মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লিঃ, উরি ব্যাংক লিঃ) ফোরামের ২৮ তম সভায় অনুপস্থিত ছিল। তাছাড়া, ব্যাংকের সকল স্তরের কর্মকর্তাদের ফোরামের আলোচ্য বিষয়, গৃহীত সিদ্ধান্ত ইত্যাদি বিষয়ে অবহিতকরণের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি সভায় আলোচিত হয়েছে। সার্বিক আলোচনান্তে সকল এডি ব্যাংক-এর উপযুক্ত প্রতিনিধির সভায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করণার্থে তাদের এমডি/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাগন কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য তাদের মনোযোগ আকর্ষন করে সভার কার্যবিবরণীর কপিসহ পত্র প্রেরণের সিদ্ধান্ত হয়।	সকল এডি ব্যাংকের এমডি/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
২।	আমদানি ডকুমেন্টস ব্লক চেইন পদ্ধতিতে ই-চ্যানেল/ইলেক্ট্রনিক্যালি উপস্থাপনের অনুমোদন	ডেপুটি গভর্নর স্যারের নেতৃত্বে একটি কমিটি এ বিষয়ক কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করছে। শীঘ্রই কমিটি সংশ্লিষ্ট প্রথিতযশা শিক্ষাবিদদের সাথে আলোচনাপূর্বক পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করবে।	FEPD (ইম্পোর্ট পলিসি শাখা), বাংলাদেশ ব্যাংক
৩।	আমদানি পরবর্তী অর্থায়ন [Post Import Financing(PIF)] এর নীতিমালা- বিআরপিডি সার্কুলার-১২/২০২১	এ সার্কুলারের ২.৩ (চ) নং দফার নির্দেশনা "একই গ্রুপভুক্ত বা স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রেসহ স্থানীয় ঋণপত্রের বিপরীতে PIF সুবিধা প্রদান করা যাবে না" স্পষ্টীকরণের জন্য অনুরোধ করা হলে বিআরপিডির উপ-মহাব্যবস্থাপক জনাব নুরুল আলম সভাকে অবহিত করেন যে, Accommodation Bill সৃষ্টি রোধকল্পে স্থানীয় ঋণপত্র (যে কোন কারেন্সিতেই হোক না কেন) এর বিপরীতে PIF সুবিধা প্রদান	FEPD (ইম্পোর্ট পলিসি শাখা), বাংলাদেশ ব্যাংক এবং

ক্রমিক নম্বর	আলোচ্য বিষয়	গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী পক্ষ/পক্ষসমূহ
		করা যাবে না। তবে স্থানীয় ঋনপত্র টাকায় হওয়া বাঞ্ছনীয়। এ বিষয়ে বাস্তবতার নিরীখে প্রয়োজনীয় সংশোধনের জন্য ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগে যোগাযোগ করার জন্য এডি ব্যাংকসমূহকে পরামর্শ প্রদান করা হয়।	সকল এডি ব্যাংক
৪।	বিল অব এন্ট্রি ওভারডিউ থাকা সত্ত্বেও এলসি স্থাপন প্রসঙ্গে।	পরিশোধিত আমদানিমূল্যের বিপরীতে ১২০ দিনের মধ্যে পণ্য দেশে প্রবেশ না করলেও গাইডলাইন্সের নির্দেশনা লংঘনপূর্বক এলসি স্থাপন করা হচ্ছে, যা বৈদেশিক মুদ্রা আইনের লংঘন। প্রয়োজনের নিরীখে বিল অব এন্ট্রি দাখিলের সময় বৃদ্ধির প্রয়োজন হলে তা বিবেচনা করা হয়। এতদপ্রেক্ষিতে বিল অব এন্ট্রি ওভারডিউ থাকা অবস্থায় আমদানি কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে যথাসতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক। এ বিষয়ে সকল এডি শাখাকে প্রয়োজনীয় সতর্কতামূলক নির্দেশনা প্রদান করার জন্য প্রধান কার্যালয়কে ব্যবস্থা নিতে হবে মর্মে FEOD উত্থাপন করেছে। সার্বিক আলোচনান্তে সভার সভাপতি সকল এডি ব্যাংক-কে এই বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।	FEOD, বাংলাদেশ ব্যাংক এবং সকল এডি ব্যাংক
৫।	অগ্রিম রপ্তানী মূল্য (ARV) আংশিক বা সম্পূর্ণ অসমন্বিত থাকা প্রসঙ্গে।	অনলাইন এক্সপোর্ট মনিটরিং সিস্টেমে অগ্রিম রপ্তানি মূল্য (ARV) রিপোর্ট করার সুযোগ রয়েছে। কিন্তু তা যথসময়ে রিপোর্ট না করার নজির লক্ষ্য করা যাচ্ছে। অন্যদিকে দেশে অর্থ আনয়নের পূর্বেই তার তথ্য রিপোর্ট করা হয়েছে এমন তথ্যও দেখা যাচ্ছে। ARV রিপোর্টে Triplicate এর তথ্য পুনরায় রিপোর্ট হওয়ার কারণে Balance of Payment এর তথ্য অতিরঞ্জিত/exeggarate দেখাচ্ছে। ARV রিপোর্টকরণে পরিলক্ষিত অনিয়মের বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে ফোরামের সভাপতি সংশ্লিষ্ট অনিয়ম রোধে সকল এডি ব্যাংক-কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেছেন। তাছাড়া RIT-তে রিপোর্টকৃত তথ্য সংশোধন/হালনাগাদের জন্য প্রয়োজনে পরিসংখ্যান বিভাগের সাথে যোগাযোগ করার জন্য সভাপতি ব্যাংকসমূহকে পরামর্শ প্রদান করেন।	পরিসংখ্যান বিভাগ, FEOD (এক্সপোর্ট ট্রেড শাখা), বাংলাদেশ ব্যাংক এবং সকল এডি ব্যাংক
৬।	রপ্তানি মূল্য প্রত্যাবাসনের সময়সীমা বৃদ্ধির আবেদনের যথার্থতা নিশ্চিত করা প্রসঙ্গে।	পণ্য রপ্তানির চার মাসের মধ্যে রপ্তানি মূল্য দেশে প্রত্যাবাসনের বাধ্যবাধকতা থাকলেও চলমান কোভিড পরিস্থিতিসহ অন্যান্য যৌক্তিক কারণে ব্যাংকের আবেদনের প্রেক্ষিতে FEOD হতে মূল্য প্রত্যাবাসনের সময়সীমা বর্ধিত করা হয়। এক্ষেত্রে, রপ্তানি মূল্য অপ্রত্যাবাসিত থাকার যথাযথ কারণ এবং প্রত্যাবাসনের লক্ষ্যে রপ্তানিকারক কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে অবগত হওয়ার আবশ্যকতা রয়েছে। সাম্প্রতিককালে, এ বিষয়গুলো উপেক্ষা করে শুধুমাত্র কোভিড পরিস্থিতির কারণ দেখিয়ে একই গ্রাহকের একই রপ্তানির বিপরীতে একাধিকবার সময়সীমা বৃদ্ধির আবেদন করা হচ্ছে, যা কাম্য নয়। এক্ষেত্রে প্রস্তাব করা হয়েছে যে, রপ্তানি মূল্য প্রত্যাবাসনের সময় বৃদ্ধির আবেদন বিবেচনার ক্ষেত্রে দু'টি বিষয় আবশ্যিকভাবে উল্লেখ থাকতে হবে (১) রপ্তানি মূল্য প্রত্যাবাসনের জন্য গৃহীত পদক্ষেপ এবং (২) যাচিত সময় বৃদ্ধির সুনির্দিষ্ট কারন। সংশ্লিষ্ট প্রস্তাবের বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য এবং এ বিষয়ক ফরেন এক্সচেঞ্জ অপারেশনস ডিপার্টমেন্টের ০১/০২/২০২১ তারিখের পত্র নং-এফইওডি/এক্সপোর্ট ট্রেড/৫৩৪/২০২১-৪১১ এর নির্দেশনা পরিপালন করার জন্য সকল এডি ব্যাংক-কে ফোরামের সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।	FEOD (এক্সপোর্ট ট্রেড শাখা), বাংলাদেশ ব্যাংক এবং সকল এডি ব্যাংক
৭।	বিআইপিপিএ এর সদস্যপদ থাকার আবশ্যকতা প্রসঙ্গে।	জ্বালানী তেল আমদানির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সমন্ত্রণালয়ের বিশেষ অনুমোদন প্রয়োজন হয়। উক্ত অনুমোদনের ভিত্তিতে অনুমোদন প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠনের (Independent Power Producers) পক্ষে আমদানি **এলসি** স্থাপন করা যায়। **এলসি** স্থাপন কালে প্রাসংগ্রিক বিষয়সহ আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান Bangladesh Independent Power Producers' Association (BIPPA) এর সদস্য কি-না তা আমলে নেয়া বাঞ্ছনীয়, কেননা বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ২৫/০২/২০১৬ তারিখের স্মারক নং-বাম/টিও-২/এ-৪০/২০১৪/৫৭ এর মাধ্যমে Power Producers ব্যবসায় নিয়োজিত সকল ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে বিআইপিপিএ এর সদস্য পদ গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করা হয় এবং পরবর্তীতে সার্কুলার পত্র নং-এফইপিডি(আমদানি নীতি)১২৩/২০১৬-৬; তারিখ-১৬/০৩/২০১৬ এর মাধ্যমে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের উপরোক্ত নির্দেশনা সকল এডি শাখাগুলোকে প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অবহিত করা হয়। কিন্তু কিছু প্রতিষ্ঠান বিআইপিপিএ সদস্য নয় মর্মে জানা যায়। চলমান আমদানি নীতি আদেশ অনুযায়ী আমদানি কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে স্বীকৃত শিল্প বণিক সমিতি অথবা প্রতিনিধিত্বকারী ট্রেড এসোসিয়েশনের সদস্যপদ গ্রহণের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র অনুসারে ব্যাংক তার গ্রাহককে প্রতিনিধিত্বকারী এসোসিয়েশন হিসেবে বিআইপিপিএ এর সদস্যপদ নেওয়ার অনুরোধ জানাতে পারে মর্মে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	FEPD (ইম্পোর্ট পলিসি শাখা), বাংলাদেশ ব্যাংক

ক্রমিক নম্বর	আলোচ্য বিষয়	গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী পক্ষ/পক্ষসমূহ
৮।	এফওবি ভিত্তিতে আমদানির ক্ষেত্রে জাহাজ ভাড়া বিদেশে প্রেরণ প্রসঙ্গে।	আমদানিকৃত পণ্যের শুল্কায়ন পর্যায়ে পণ্যের এফওবি মূল্য ও জাহাজ ভাড়া অন্তর্ভুক্ত থাকায় নির্দিষ্ট আমদানিতে ফ্রেইট এলসি বাংলাদেশ ব্যাংকের Online Import Monitoring System (OIMS) ড্যাশবোর্ডে রিপোর্টিং এর ক্ষেত্রে টিএম ফরম এর পরিবর্তে আইএমপি ফরমে রিপোর্ট করার বিষয়ে খসড়া সার্কুলার এর বিষয়ে মতামত প্রদান করার জন্য এডি ব্যাংকসমূহকে লিখিত মতামত ই-মেইল অথবা পত্রের মাধ্যমে ২৩/০৯/২০২১ তারিখের মধ্যে FEPD এর মহাব্যবস্থাপক বরাবর প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়।	FEOD, বাংলাদেশ ব্যাংক এবং সকল এডি ব্যাংক
৯।	বিশেষায়িত অঞ্চলের অগ্রিম আমদানি দায় পরিশোধ প্রসংগে।	বিশেষায়িত অঞ্চলে অবস্থিত টাইপ-এ কিংবা টাইপ-বি জাতীয় প্রতিষ্ঠান স্থানীয় ব্যাংকের অফশোর ব্যাংকিং এর আওতায় বৈদেশিক মুদ্রায় চলতি মূলধনী ঋণ গ্রহণ করতে পারে। অপরদিকে ৪ মাসের প্রয়োজনীয় উপকরণাদি আমদানির জন্য টাইপ বি ও সি এর অনুকূলে স্থানীয় পর্যায়ে ব্যাংকের নিজস্ব উৎস হতে ঋণ সুবিধা বলবৎ রয়েছে। বিশেষায়িত অঞ্চলের প্রতিষ্ঠানসমূহের পক্ষে অগ্রিম আমদানি ব্যয় পরিশোধের ক্ষেত্রে গাইডলাইন্স ফর ফরেন এক্সচেঞ্জ ট্রানজেকশনস-২০১৮ এর ১৬তম অধ্যায়ে কোন নির্দেশনা প্রদান করা না হলেও কিছু কিছু ব্যাংক কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রায় চলতি মূলধনী ঋণ হিসাব হতে এ ধরণের লেনদেন সম্পাদন করে থাকে। এক্ষেত্রে, রিপেমেন্ট গ্যারান্টি ব্যতিরেকে স্থানীয় উৎসের ঋণের অর্থ দ্বারা অগ্রিম আমদানি দায় পরিশোধ করা হলে সার্বিক ঝুঁকি বৃদ্ধি পাওয়ার আশংকা রয়েছে বিধায় বিশেষায়িত অঞ্চলে অবস্থিত প্রতিষ্ঠানসমূহের আমদানিতব্য পণ্যের মূল্য অগ্রিম প্রদানের ক্ষেত্রে সার্বিক ব্যাংকিং খাতের অবস্থান বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। এ বিষয়ে প্রচলিত প্র্যাকটিস বহাল থাকবে এবং সতর্কতার সহিত অগ্রিম পেমেন্ট করতে হবে মর্মে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	FEPD (ইম্পোর্ট পলিসি শাখা), বাংলাদেশ ব্যাংক এবং সকল এডি ব্যাংক
১০।	আমদানিকারকগনের বার্ষিক মোট আমদানি মূল্যসীমা অনুযায়ী অবশিষ্ট প্রাপ্যতা অনলাইন ইম্পোর্ট মনিটরিং সিস্টেমে অন্তর্ভুক্তি প্রসঙ্গে।	আমদানি নীতি আদেশ (অনুচ্ছেদ ৯) অনুযায়ী আমদানিকারকগন ৬ টি মূল্যসীমা অনুযায়ী আমদানি করতে পারেন। অনেক আমদানিকারক একাধিক ব্যাংক হতে আমদানি কার্যক্রম সম্পাদন করেন। এমতাবস্থায়, এডি শাখাসমূহ আমদানিকারকগনের অবশিষ্ট প্রাপ্যতা নিরূপণ করতে পারেনা। অনলাইন ইম্পোর্ট মনিটরিং সিস্টেমে (OIMS) এ সংক্রান্ত তথ্য সংযোজন করলে এডি শাখাসমূহ আমদানি নীতি আদেশের সংশ্লিষ্ট আদেশ সঠিকভাবে প্রতিপালনে সক্ষম হবে মর্মে বিষয়টি সভায় উত্থাপিত হয়। FEOD কর্তৃক প্রদত্ত তথ্যের আলোকে সভাপতি মহোদয় অবহিত করেছেন যে, নির্দিষ্ট আমদানীকারক কর্তৃক আমদানীর তথ্য ড্যাশবোর্ডে প্রদর্শনের ব্যাবস্থা গৃহীত হয়েছে বিধায় আলোচ্য প্রস্তাবনাটি ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে।	FEOD, বাংলাদেশ ব্যাংক এবং সকল এডি ব্যাংক
১১।	ব্যাংকসমূহের অফশোর ব্যাংকিং ইউনিট এর মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ বিতরণে সুদহারের উর্ধ্বসীমা নির্ধারণ প্রসঙ্গে।	ব্যাংকসমূহের অফশোর ব্যাংকিং সার্ভিসের মাধ্যমে ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে স্বল্পমেয়াদী ঋণের সুদহারের সীমা গাইডলাইন্স এবং সংশ্লিষ্ট সার্কুলারের মাধ্যমে নির্ধারণ করা আছে। দীর্ঘমেয়াদী ঋণের সুদহার স্বল্পমেয়াদী ঋণের সুদহারের তুলনায় অধিক হওয়া বাঞ্ছনীয় বিধায় ব্যাংকসমূহের অফশোর ব্যাংকিং সার্ভিসের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে আলাদা সুদ হার নির্ধারণের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা প্রদানের জন্য প্রস্তাব পেশ করা বিষয়ে সভাকে অবহিত করা হয় যে, দীর্ঘ মেয়াদী ঋণের সুদের হার কেস টু কেস ভিত্তিতে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ/কমিটি কর্তৃক বিবেচিত হয়ে থাকে।	FEID, বাংলাদেশ ব্যাংক এবং সকল এডি ব্যাংক
১২।	Bill of Entry'র Over due এর বিষয়ে Future date-এ রিপোর্ট এর ব্যবস্থা করা প্রসঙ্গে।	Online Import Monitoring System (OIMS)-এ Bill of Entry over due একটি নির্দিষ্ট (Future date) তারিখে পাওয়া যায় না। Bill of Entry over due এর Future date রিপোর্ট এর ব্যবস্থা করা হলে মনিটরিং আরও সহজ হবে মর্মে উল্লেখ করে বিষয়টি আলোচনার জন্য স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড প্রস্তাব করেছে। সভায় আলোচনার প্রেক্ষিতে সভাপতি মহোদয় অবহিত করেছেন যে, ব্যাংকসমূহ নিজের Bill of Entry over due এর Future date দেখতে পায়। কিন্তু তথ্যের গোপনীয়তা বজায় রাখতে অন্য ব্যাংকের over due এর তথ্য দেখতে দেয়া সম্ভব নয়।	FEOD, বাংলাদেশ ব্যাংক এবং সকল এডি ব্যাংক
১৩।	বাংলাদেশ ব্যাংকের Web portal এ ২০০২ সাল পূর্ববর্তী সার্কুলার সমূহ available করা প্রসঙ্গে।	কেন্দ্রীয় ব্যাংকের Web portal এ ২০০২ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট এর সার্কুলারগুলো রয়েছে। ২০০২ সালের পূর্বের সার্কুলারগুলো ওয়েবসাইটে আপলোড করার জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে। এই বিষয়ে উদ্যোগ নেয়া হবে মর্মে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	ISDSD, বাংলাদেশ ব্যাংক

ক্রমিক নম্বর	আলোচ্য বিষয়	গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী পক্ষ/পক্ষসমূহ
১৪।	ইপিজেড এবং ইপিজেডের বাহিরে অবস্থিত রপ্তানীকারকদের ক্ষেত্রে মাস্টার এলসির বিপরীতে লোকাল ব্যাক টু ব্যাক ক্যাটাগরীতে ওয়াশিং এ্যান্ড্রয়ডারী, প্রিন্টিং ও ল্যাব টেস্টের নিমিত্তে ইস্যুকৃত এলসিগুলো সার্ভিস হিসেবে গণ্য হবে কিনা সে প্রসঙ্গে।	সভায় উপস্থিত ইস্টার্ণ ব্যাংকের প্রতিনিধি গাইডলাইন্স ফর ফরেন এক্সচেঞ্জ ট্রান্জেকশন-এর ভলিউম-১, অধ্যায়-৭, সেকশান-২, অনুচ্ছেদ- ১৯ (৯) অনুসারে শুধুমাত্র ক্লীন, রিভলভিং ও রিয়ালাইজেশন শর্তযুক্ত এলসি ইস্যুর ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমতির প্রয়োজন আছে কিন্তু লোকাল ব্যাক টু ব্যাক সার্ভিস এলসি ইস্যুর বিষয়ে কিছু উল্লেখ নাই মর্মে সভাকে অবহিত করেন। এ ধরনের এলসি'র অধীনে ডকুমেন্ট উপস্থাপনের সময় বেনিফিসিয়ারীর ব্যাংকড্রাফট, ইনভয়েস, প্যাকিং লিস্ট, ডেলিভারী চালান উপস্থাপন করা হয় বিধায় এ এলসিগুলো ক্লীন এলসি'র অন্তর্ভূক্ত নয়। এ ধরণের এলসি স্থাপনে বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানোমোদনের প্রয়োজন রয়েছে কি-না সে বিষয়ে জানতে চাওয়া হয়। উপস্থাপিত বিষয়ে এফইপিডি'র পক্ষ থেকে বলা হয় যে, বস্ত্রখাতের এধরণের লেনদেন দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে। তৈরী পোশাক ওয়াশ কাজে এ জাতীয় ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্রের ব্যবস্থার প্রচলন রয়েছে। উদাহরণ হিসবে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ওয়াশিং প্লান্টগুলো বন্ড লাইসেন্সের আওতায় চলে বিধায় ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্র ছাড়া অন্য মাধ্যমে এ জাতীয় কাজ তারা করে না বিধায় এক্ষেত্রে গাইডলাইন্স ফর ফরেন এক্সচেঞ্জ ট্রান্জেকশন-এর ৭ অধ্যায়ের ৪০(এ) অনুসরনীয় হতে পারে।	FEPD (ইম্পোর্ট পলিসি শাখা), DFEI, বাংলাদেশ ব্যাংক
১৫।	ভিসা, মাস্টারকার্ড, আমেরিকান এক্সপ্রেস (এএমএক্স), ডাইনার্স ক্লাব ইন্টারন্যাশনাল (ডিসিআই), ইউনিয়ন পে ইন্টারন্যাশনাল (ইউপিআই), জিসিবিসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক পেমেন্ট ব্র্যান্ডগুলোকে প্রদানকৃত স্ট্যান্ডবাই লেটার অফ ক্রেডিট (এসবি এলসি) বা গ্যারান্টির অনুমোদন পরবর্তী নবায়নে ঘটনোত্তর অনুমোদন প্রসঙ্গে।	ভিসা, মাস্টারকার্ড, প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় স্থানীয় ব্যাংকগুলো ব্যবসা পরিচালনা করছে। নিয়মিত ব্যাংকিং কার্যক্রমের অংশ হিসাবে কার্ড ব্যবসা শুরু এবং পরিচালনার জন্য প্রতিটি ব্যাংককে সংশ্লিষ্ট পেমেন্ট ব্র্যান্ডগুলিকে স্ট্যান্ডবাই লেটার অফ ক্রেডিট (এসবিএলসি) বা গ্যারান্টি প্রদান এবং প্রদানকৃত এসবিএলসি বা গ্যারান্টি নবায়ন করতে হয়। এ সকল পরিশোধ নিশ্চয়তা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রথমবার বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন এবং পরবর্তীতে নবায়নের জন্য এডি'র অনুকূলে প্রাধিকার প্রদানের জন্য প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে বিষয়টি রিভিউ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নেয়ার সিদ্ধান্ত হয়।	FEPD (এএন্ডএনএফবিপি শাখা), বাংলাদেশ ব্যাংক
১৬।	FDD রিটার্ন এর তথ্য একই দিনে সরবরাহ করা প্রসঙ্গে।	বাংলাদেশ ব্যাংকের ফরেন কারেন্সি ক্লিয়ারিং থেকে কোন এফডিডি রিটার্ন হলে তার তথ্য একই দিনে, সম্ভব হলে ব্যাংকিং কর্মঘন্টার মধ্যেই সরবরাহ করা যায় কিনা বিষয়টি বিবেচনার প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে সভায় জানানো হয় যে, FRTMD এর FC Clearing শাখায় নির্দিষ্ট দিনের ব্যাংকিং কর্মঘন্টা শেষ হওয়ার পরেও (After Business Hour) বাংলাদেশ ব্যাংকের ফরেন কারেন্সি ক্লিয়ারিং সিস্টেম run করা হয়। সেজন্য ব্যাংকিং কর্মঘন্টার মধ্যেই FDD রিটার্ন করা সম্ভব নয় মর্মে সভায় অবহিত করা হয়।	FRTMD (এফসি ক্লিয়ারিং শাখা), বাংলাদেশ ব্যাংক এবং সকল এডি ব্যাংক
১৭।	ইএক্সপি ফর্মের বিপরীতে পরিবহন সংক্রান্ত তথ্য যেমন- পরিবহন নথি নম্বর, চালানের তারিখ, পোর্ট/ চালানের স্থান ইত্যাদি আপডেট করার জন্য শিপিং সংস্থাগুলোকে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনলাইন এক্সপোর্ট মনিটরিং সিস্টেমে এক্সেস প্রদান করা প্রসঙ্গে।	রপ্তানির ক্ষেত্রে ইএক্সপি ফর্মে শিপমেন্টের তথ্য রপ্তানীকারক বা এডি ব্যাংকগুলোকে আপডেট করতে হয় (ডুপ্লিকেট ইএক্সপি রিপোর্টিং)। প্রায়শই এই ডুপ্লিকেট রিপোর্টিং বিভিন্ন কারণে বিলম্বিত হয়। ডুপ্লিকেট রিপোর্টিংকে সহজ ও গতিশীল করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের অনলাইন এক্সপোর্ট মনিটরিং সিস্টেমটিতে শিপিং সংস্থাগুলোকে এক্সেস প্রদান করলে ডুপ্লিকেট ইএক্সপি রিপোর্টিংয়ের প্রধান কাজ, শিপমেন্ট সংক্রান্ত তথ্য শিপিং সংস্থাগুলোর অবগতির সুবিধার্থে তাদেরকে সিস্টেমে এক্সেস দেয়ার প্রস্তাব করা হয়। বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখা হবে তবে বিদ্যমান ব্যবস্থায় শিপিং সংস্থাগুলোকে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনলাইন এক্সপোর্ট মনিটরিং সিস্টেমে এক্সেস প্রদান করা সম্ভব নয় মর্মে সভায় জানানো হয়।	FEOD ও ISDSD, বাংলাদেশ ব্যাংক এবং সকল এডি ব্যাংক
১৮।	এলসি'র আবেদনপত্রে স্ট্যাম্প সংযোজন প্রসঙ্গে।	Stamp Act 1899 এবং Finance Act 2012 এর Schedule I এর ক্রমিক নং ৩৭ অনুযায়ী ঋণপত্র স্থাপনের সময় ৩০০/- টাকার স্ট্যাম্প ডিউটি আদায়ের নির্দেশনা রয়েছে। উক্ত নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যাংকগুলো ঋণপত্র স্থাপনের সময় গ্রাহকের কাছ থেকে ৩০০ টাকা স্ট্যাম্প ডিউটি বাবদ আদায় করে থাকে এবং প্রচলিত নিয়মে হার্ড কপি স্ট্যাম্প উক্ত ঋণপত্র আবেদনে সংযোজন করে তা বাতিল করে আসছে। ব্যাংকগুলো মূলত ভেন্ডরদের কাছ থেকে এই সকল এডহেসিভ স্ট্যাম্প ক্রয় করে থাকে। অনেক সময় এই সকল স্ট্যাম্প নকল হওয়ার আশংকা থেকে যায়। ফলশ্রুতিতে সরকার বিপুল রাজস্ব আদায় থেকে বঞ্চিত হয়ে আসছে। অনেক সময় দেখা যায় আইন প্রয়োগকারী সংস্থা নকল স্ট্যাম্প তৈরির কারখানায় অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমান নকল স্ট্যাম্প	FEPD (ইম্পোর্ট পলিসি শাখা), বাংলাদেশ ব্যাংক

ক্রমিক নম্বর	আলোচ্য বিষয়	গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী পক্ষ/পক্ষসমূহ
		জব্দ করেছে। এছাড়াও ঋণপত্র আবেদনে হার্ড কপি স্ট্যাম্প সংযোজনের বিষয়টি ট্রেড ডিজিটালাইজেশনের প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমতাবস্থায় ঋণপত্রের বিপরীতে আদায়কৃত স্ট্যাম্প ডিউটি ট্যাক্স ও ভ্যাট এর ন্যায় ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে মাসিক ভিত্তিতে পরিশোধ করার প্রক্রিয়া প্রচলন করা গেলে সরকারের রাজস্ব আদায় বাড়বে এবং ট্রেড ডিজিটালাইজেশন প্রক্রিয়া সহজতর হবে। তাই ঋণপত্রের বিপরীতে আদায়কৃত স্ট্যাম্প ডিউটি মাসিক ভিত্তিতে ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে পরিশোধের বিষয়টি বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে উত্থাপনের জন্য প্রস্তাব করা হয়। সার্বিক আলোচনান্তে বিষয়টিতে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের মতামত জানার সিদ্ধান্ত হয়। উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ব্যাংক পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।	
১৯।	সিএম/সিএমটি ভিত্তিতে রপ্তানির ক্ষেত্রে নগদ সহায়তা প্রাপ্তি প্রসঙ্গে।	সভায় উপস্থিত এইচএসবিসি প্রতিনিধি সভাকে জানান যে, বস্ত্রখাতের অনেক রপ্তানিকারক বিদেশী ক্রেতার মনোনীত কাঁচামাল সরবরাহকারীদের কাছ থেকে বিনামূল্যে উৎপাদন উপকরণাদি পেয়ে থাকেন। এ ক্ষেত্রে রপ্তানিকারক মূলত কাটিং, মেকিং এবং/অথবা ট্রিমিং (সিএম অথবা সিএমটি) এর কাজটুকু করে থাকেন। এক্ষেত্রে সিএম মূল্য সংযোজনই রপ্তানিমূল্য হিসাবে প্রত্যাবাসিত হয়। এই সকল সিএম অথবা সিএমটি ভিত্তিতে পণ্য রপ্তানীর বিপরীতে রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান নগদ সহায়তা প্রাপ্তির আবেদনও করে থাকেন। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে এ জাতীয় কার্যক্রমের বিপরীতে এফই সার্কুলার নং ০১, তারিখ ০৭ জানুয়ারি ২০২০ইং অনুযায়ী বিশেষ নগদ সহায়তা এবং এফই সার্কুলার নং ২১, তারিখ ০৯ নভেম্বর ২০১০ইং অনুযায়ী নতুন বাজার সম্প্রসারণ সহায়তা পাবে কিনা সেই বিষয়ে সুস্পষ্টীকরণ/নির্দেশনা জানতে চাওয়া হয়। উপস্থাপিত বিষয়ে এফইপিডি'র পক্ষ থেকে বলা হয় যে, আমদানি নীতি আদেশের নির্দেশনা অনুসারে বিনা মূল্যে আমদানি উপকরণের স্বপক্ষে ইউডি ইস্যু এবং ইনভয়েস মূল্যসহ থাকে। ফলে আমদানি উপকরণ আবেদন ফরমে উল্লেখ করতে বাধা লক্ষ্য করা যায় না।	FEPD (এক্সপোর্ট পলিসি শাখা), বাংলাদেশ ব্যাংক

পরিশেষে সভায় যোগদানপূর্বক মূল্যবান মতামত প্রদানের জন্য উপস্থিত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

(মোঃ হুমায়ুন কবির)
আহবায়ক, বিবি-এডি ফোরাম
ও
নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ব্যাংক।